শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৩৩ তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

- চেয়ারম্যান এর বাণী
- সভাপতির প্রতিবেদন
- সিঃ জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন
- কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন
- উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালেন্স শীট)
- এক নজরে জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
- গ্রাফচিত্রে সমিতির কার্যক্রম
- আলোকচিত্রে সমিতির কর্মকান্ড
- নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কতিপয় সতর্ক বাণী
- সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি
- সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি
- বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার
- গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

৩৩তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২

মোহাং সেলিম উদ্দিন চেয়ারম্যান বাপবিবোর্ড মহোদয় জয়পুরহাট পবিস প্রাঙ্গনে একটি ফলজ বৃক্ষ রোপন করছেন।

চেয়ারম্যান এর বাণী

''বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম''

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন " মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ... গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮,৬০৬ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৪৬৬ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮০ কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৮৯ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৩৬০ এমভিএ। বর্তমানে সিষ্টেম লস ৯.০১%।

০৩। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ- ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪। আমি অবহিত হয়েছি যে, জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ০৯/০২/১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক অক্টোবর'২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৯৭৯ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ২,৭১,৪৩৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছর সমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশী হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিষ্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/ অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ বোর্ড পরিচালক/ গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোহাং সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৩তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,সমিতি বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি,পরিচালক মন্ডলী ,বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ, প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ,পবিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী,আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। শীতের এ সকালে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে আজকের এ সভায় উপস্থিত হবার জন্য সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। শিল্প কারখানা, কৃষিকাজ,মানব সম্পদ উন্নয়ন আধুনিক জীবনযাত্রা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে চাই বিদ্যুৎ। দারিদ্র বিমোচন করে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বিদ্যুৎ একান্ত অপরিহার্য । এতদউদ্দেশ্যে জয়পুরহাট জেলার সমগ্র এলাকায় পর্যায়ক্রমে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুতায়নের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিকুল অবস্থা দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে সমিতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে এদেশের সমগ্র এলাকা শতভাগ বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনার নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরাও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই গত ১২/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে শতভাগ জেলা বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"এই শ্লোগানকে ধারণ করে জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অক্টোবর-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৯৭৯ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সমিতির অন্তর্ভুক্ত ৩২টি ইউনিয়নের ৯২৩টি গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ২৭১,৪৩৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে শিল্প-৩,১৬৩টি,সেচ-৫,৪৬০টি যা দ্বারা অত্র এলাকা মুরগী,মাছ,ধান ও আলু চাষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী ও গ্রাহক সদস্যবৃন্দ

বিদ্যুতায়ন একটি ব্যয়বহুল কার্যক্রম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই ব্যয়বহুল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দাতাদেশ/সংস্থার উপর এখনও কিছুটা নিভরশীল। তা সত্বেও জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সকল প্রতিকুলতাকে উপেক্ষা করে প্রতিটি উপজেলায় শতভাগ ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার মতো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে। আর তা সম্ভব হয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বিআরইবি,ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে। ওভার লোড জনিত সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারি ও বিদেশী সংস্থার অর্থায়নে লাইন কনভারশন,ফিডারের সংখ্যা/সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ ১০টি উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ১২৫ এমভিএ তে উন্নীত করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ

বিদ্যুতায়িত লাইনের আওতাধীন বিভিন্ন শ্রেণীর আবেদনকারীর আবেদন দ্রুত নিস্পত্তি করার ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে আমরা "আলোর ফেরিওয়ালা ও আলোর গেরিলা " টীমের মাধ্যমে বিদ্যুতবিহীন গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করে মাত্র ০৫ মিনিটে স্পট মিটারিং এর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা ও সেবার মান বৃদ্ধির জন্য "গ্রাহক সমাবেশ,উঠান বৈঠক,নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার ও গণ-শুনানী" কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। গত জানুয়ারি-২০২২ খ্রিঃ মাস হতে অক্টোবর-২০২২ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত পবিস এর ০৫টি উপজেলায় ফেরি করে মোট ১৭৩৮টি নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়। পানির স্তর নীচে নেমে যাবার ফলে সকল সেচ গ্রাহক সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করেছেন যা চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অনেক বেশী ফলে ওভারলোডের কারণে ট্রান্সফরমার ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। এজন্য কৃষকের চুক্তিবদ্ধ লোড বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যা সময় স্বাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ছিল। সম্প্রতি সেচের লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পবিস এর সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারগণ প্রয়োজনীয় লোড বৃদ্ধির অনুমোদন করতে পারেন যা পূর্বের চেয়ে অনেক সহজতর করা হয়েছে। সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে সেচ ব্যতিত ০১ হতে ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত বিনামূল্যে ০২ স্প্যান লাইন নির্মাণসহ অফিস কর্তৃক ট্রান্সফরমার সরবরাহ করে সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে নতুন সংযোগের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হচ্ছে না। তাই কোন দালাল বা প্রতারকের কাছে ধর্ণা না দিয়ে সরাসরি অফিসের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। এছাড়া ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের স্বার্থে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হবার জন্য এনার্জি সেভিং বাল্ব,এলইডি লাইট,টিউবলাইটে ম্যাগনেটিং ব্যালাস্টের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট,যথাযথ মানের ক্যাপাসিটরসহ বৈদ্যুতিক মটর এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জাম ব্যবহার করা সহ দিনের আলো যথাযথ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করছি।

সম্মানিত সুধীজন

জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক ইজিবাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য ৭৫টি চার্জিং স্টেশনে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫টি উপজেলায় ৫৬৩ কিঃওঃ পিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন স্থাপনের বদৌলতে সাশ্রয়ীভাবে অত্র জেলার জনসাধারণ যাতায়াত করতে পারছেন। ফলশ্রুতিতে যোগাযোগখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনসহ আর্থ-সামাজিকখাতে উন্নয়নে বিরাট ভুমিকা রাখছে।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী

বিদ্যুৎ অবকাঠামো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জাতীয় সম্পদের কোন ক্ষতি সাধিত হলে গ্রাহক তথা জনগণই সবসময় দূর্ভোগে পড়েন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে,অত্র জেলার কিছু কিছু এলাকায় সেচ মৌসুমে ট্রান্সফরমার ও মিটার চুরির প্রবনতা দেখা যায়-যা উদ্বেগজনক। পাহাড়া জোরদার করে এসকল কুচক্রী মহলকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সেই সাথে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের আহবান ও অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার সবিনয় অনুরোধ করছি। সমিতি পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সম্মানিত গ্রাহক সদস্য,সমিতি পরিচালনা বোর্ড,স্থানীয় নেতৃবৃন্দ,স্থানীয় প্রশাসন ও সংবাদকর্মীসহ এলাকার জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনাসহ সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধকামনা করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

মোঃ এনামুল হক প্রামানিক
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

০১	পরিচালন আয় (বিদ্যুৎ বিক্রয়)	১৬৪,০১,৪০,২৮৩
০২	পরিচালন আয় (অন্যান্য)	৬৪,২৭৬,৪২৬
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	১৭০,৪৪,১৬,৭০৯
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	১০২,৭৮,৫৬,৪০৪
০৫	বিতরণ ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১১,২৫,৩৮,৬৪৫
০৬	গ্রাহক হিসাব খাতে ব্যয়	১২,১৭,৯৮,০২৬
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১৩,৯৫,৩১,৫৫৭
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় (৪-৭)	১৪০,১৭,২৪,৬৩২
০৯	অবচয়	৩৭,৪২,০২,৩৬৬
১০	কর	৪৯,৭৭,১৩৬
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	১১,৩৬,০৮,৯৭০
১২	বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে মোট ব্যয় (৮ হতে ১১)	১৮৯,৪৫,১৩,১০৪
১৩	পরিচালন মার্জিন (ঘাটতি) (৩-১২)	১৯,০০,৯৬,৩৯৫
১৪	অপরিচালন আয়-সুদ	৮,৩৪,৪৫,৯০২
১৫	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	২২,৭৬,৪১৬
১৬	মার্জিন (ঘাটতি)	(১০,৪৩,৭৪,০৭৭)

মোঃ আব্দুল হাই
কোষাধ্যক্ষ
সমিতি পরিচালনা বোর্ড।

উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালেন্স শীট)

(৩০শে জুন-২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	সম্পত্তি ও অন্যান্য ডেবিট	টাকা
	ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট	
০১	ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি	৫৫১৪২৩২২৭৮
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয়	২৪১২২৩২০৭৭
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (১-২)	৩১০২০০০২০১
০৪	নির্মাণাধীন সম্পত্তি	৪৪৭৬৫১৬৬
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (৩+৪)	৩১৪৬৭৬৫৩৬৭
	বিনিয়োগঃ	
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১৬৬৯৬৩৮৩৪
০৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	২৭৮৪৭৩২১৩
০৮	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	১১৮২৮৩৩৩৮৫
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ৮)	১৬২৮২৭০৪৩১
	চলতি সম্পত্তিঃ	
১০	সাধারণ নগদ তহবিল	৪৬৩২৩১৩৯৯
১১	খুচরা তহবিল	১৬০০০০
১২	অস্থায়ী বিনিয়োগ	০
১৩	বিশেষ তহবিল	৪৮০০
১৪	বিদ্যুৎ বিল খাতে প্রাপ্য	১৩৯৬৩৮০৫২
১৫	কু-ঋণ খাতে সঞ্চিতি	(৭১৩০৯৪৭৯)
১৬	অন্যান্য খাতে পাওনা	২৬৮১৮২৯৮১
১৭	মালামাল সরবরাহ (বিদ্যুৎ)	১৩৮৩৭৪১১৪৩
১৮	মালামাল সরবরাহ (অন্যান্য)	৭৩৩৮৬৮
১৯	অগ্রীম অন্যান্য	২৫১৮৩৫০
২০	চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	০
২১	মোট চলতি (১০ হতে ২০)	৯৪১৫৩৪১১৩
	বিলম্বিত পাওনা ঃ	
২২	এক্সট্রা অর্ডিনারী প্রপার্টি লসেস	৪৪৩৬৭৭৩৬
২৩	আনকাসিফাইড এক্সপেনসেস	৪৩৯১৬৬৭৬
২৪	অস্থায়ী সুবিধা	০
২৫	অন্যান্য বিলম্বিত পাওনা	৩০০৫১৬৮৫
২৬	মোট বিলম্বিত পাওনা (২২ হতে ২৫)	১১৮৩৩৬০৯৭
২৭	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+২১+২৬)	৫৮৩৪৯০৬০০৯

ক্রমিক নং	সম্পত্তি ও অন্যান্য ক্রেডিট	টাকা
	ইকুইটি এন্ড মার্জিন	
১	সদস্য পদ ইস্যু	৮২৬৭১২০
২	সদস্য পদ নন-ইস্যু	১৪৬২২০১
৩	পরিচালন মার্জিন-পূর্ববর্তী বছর	(১৪১৬৭১৩৬০৩)
৪	পরিচালন মার্জিন-চলতি বছর	(১৯০০৯৬৩৯৫)
৫	পরিচালন মার্জিন-সরকারী ভর্তুকী	১৬৮৬০০২৩
৬	অপরিচালন মার্জিন-পূর্ববর্তী বছর	৩৯৯৪৯০৫৩৯
৭	অপরিচালন মার্জিন-চলতি বছর	৮৫৭২২৩১৮
৮	ডোনেটেড ক্যাপিটাল এবং ক্যাপিটাল গেইন	২২২৫৯২৭১০
৯	মোট মার্জিন ও ইকুইটি (১ হতে ৮)	(৮৭২৪১৫০৮৭)
	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ঃ	
১০	বাপবিবোর্ডের নগদ ঋণ	১০৪৯৪১৬৬
১১	বাপবিবোর্ডের ঋণ (মালামাল)	৩৮৫৮৯৯৮৮৪৭
১২	বাপবিবোর্ডের ঋণ (প্রভিশনাল)	১৬৬৮০৪৮৪২
১৩	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০ হইতে ১২)	৪০৩৬২৯৭৮৫৫
	দীর্ঘ মেয়াদী দায় ঃ	
১৪	গ্রাহক জামানত	২৬৭০৬৬৫৫৭
১৫	কর্মচারী সুবিধাদী	৭১৭৫৫৭১০৮
১৬	মোট দীর্ঘ মেয়াদী দায় (১৪ হতে ১৫)	৯৮৪৬২৩৬৬৫
	চলতি ও প্রদেয় দেনা ঃ	
১৭	হিসাব খাতে প্রদেয় দেনা	১৫৫৬১১০২৯
১৮	সেচ অগ্রীম	০
১৯	মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণের সুদ	১৩৯২৯৬৮০৯
২০	মেয়াদ উত্তীর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৫৬৪৪৫৪৪০৮
২১	অন্যান্য চলতি প্রদেয় দেনা	৬৯৬৯১৮১
২২	মোট চলতি দেনা (১৭ হতে ২১)	৮৬৬৩৩১৪২৭
২৩	সিকুউরিটি এ্যাডভান্স এন্ড ডিপোজিট	২৮৫৭৫৫১
২৪	লাইন নির্মাণের অগ্রীম	১৬৪৫৪২৮১১
২৫	বিবিধ বিলম্বিত দেনা	৬৫২৬৬৭৭৮৭
২৬	মোট বিলম্বিত দেনা (২৩ হতে ২৫)	৮২০০৬৮১৪৯
২৭	মোট দায় ও বিবিধ দেনা (৯+১৩+১৬+২২+২৬)	৫৮৩৪৯০৬০০৯

মোঃ আব্দুল হাই
কোষাধ্যক্ষ
সমিতি পরিচালনা বোর্ড।

এক নজরে জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

"অক্টোবর- ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত"

০১	আয়তন		৯৬৫ বর্গ কিঃ মিঃ।
০২	নিবন্ধনের তারিখ		২৫-০২-১৯৮৫ খ্রিঃ
০৩	বিদ্যুতায়নের তারিখ		০৯-০২-১৯৮৬ খ্রিঃ
০৪	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা		০৫টি (জয়পুরহাট,পাঁচবিবি, ক্ষেতলাল,কালাই ও আক্কেলপুর)
০৫	অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন		৩২ টি
০৬	অন্তর্ভূক্ত পৌরসভা		০৫ টি
০৭	ভৌগলিক এলাকায় অন্তর্ভূক্ত গ্রাম		৯২৩ টি
০৮	বিদ্যুতায়িত গ্রাম		৯২৩ টি
০৯	জন সংখ্যা		৯৫০৪৪১ জন
১০	পরিবার সংখ্যা		২৪২৫৫৬ টি
১১	বিদ্যুৎ সংযোগের সুবিধা সৃষ্টি		২৭১৪৩৬ টি
১২	সংযোগ প্রদান সংখ্যা		২৭১৪৩৬ টি
১৩	চলমান সংযোগ সংখ্যা		২৪৯৭৫৮ টি
ক)	আবাসিক		২৪২৫৮৫ টি
খ)	বাণিজ্যিক		১৫৭৪৯ টি
গ)	গভীর নলকুপ		১৮৭৮ টি
ঘ)	অগভীর নলকুপ		৩৫৮২ টি
ঙ)	এল এল পি		০২ টি
চ)	দাতব্য প্রতিষ্ঠান (এলটিডি১)		৪০১১ টি
ছ)	জেনারেল পাওয়ার (ক্ষুদ্রশিল্প) (এলটিসি১)		৩০৯২ টি
জ)	লার্জ পাওয়ার (এমটি৩)		৬৬ টি
ঝ)	এম টি - ৫		০৫ টি
ঞ)	এল.টি.সি ২ (নির্মাণ)		০১ টি
ট)	এল.টি.টি (অস্থায়ী)		১২টি
ঠ)	রাস্তার বাতি এলটিডি২		৩৭৮টি
ড)	এলটি ডি-৩ (চার্জিং স্টেশন)		৭৫ টি
১৪	নির্মিত বিদ্যুৎ লাইন		৪৯৭৮.৮৯৪ কিঃ মিঃ
১৫	এলাকা সংখ্যা		০৭ টি
১৬	এলাকা পরিচালকের সংখ্যা		১১ জন
১৭	মহিলা পরিচালকের সংখ্যা		০৩ জন
১৮	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র		১০ টি (১০ এমভিএ ০৭ টি ১৫ এমভিএ ০১টি ও ২০ এমভিএ ০২ টি)
১৯	জোনাল অফিস		০৩ টি (পাঁচবিবি , আক্কেলপুর ও কালাই)
২০	সাব জোনাল অফিস		০১টি (ক্ষেতলাল)
২১	এরিয়া অফিস		০২ টি (দূর্গাদহ, শালাইপুর)
২২	অভিযোগ কেন্দ্র ঃ		১৪ টি (রায়কালী, জামালগঞ্জ, জামতলী, দুর্গাপুর, নন্দীগ্রাম, মোড়ের হাট ও গনমঙ্গল) সদর দপ্তর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল, দূর্গাদহ, শালাইপুর
২৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা		৪২২ জন
২৪	সিষ্টেম লস		
	২০২১-২০২২ অর্থ বৎসর পর্যন্ত গ্রীড মিটার		১০.২৩%
২৫	বিল আদায়		
	ক) ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসর		১০০.২৮%
	খ) ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসর (বকেয়া মাস)		০.৮৬ (সিআই রিবেট ও রিসেল ব্যতিত)
২৬	শতভাগ বিদ্যুতায়ন	কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলা-	০৫/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।
		জয়পুরহাট সদর,আক্কেলপুর ও পাঁচবিবি উপজেলা-	১১/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।
		জয়পুরহাট জেলা	১২/০২/২০২০ইং খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।

গ্রাফচিত্রে সমিতির কার্যক্রম

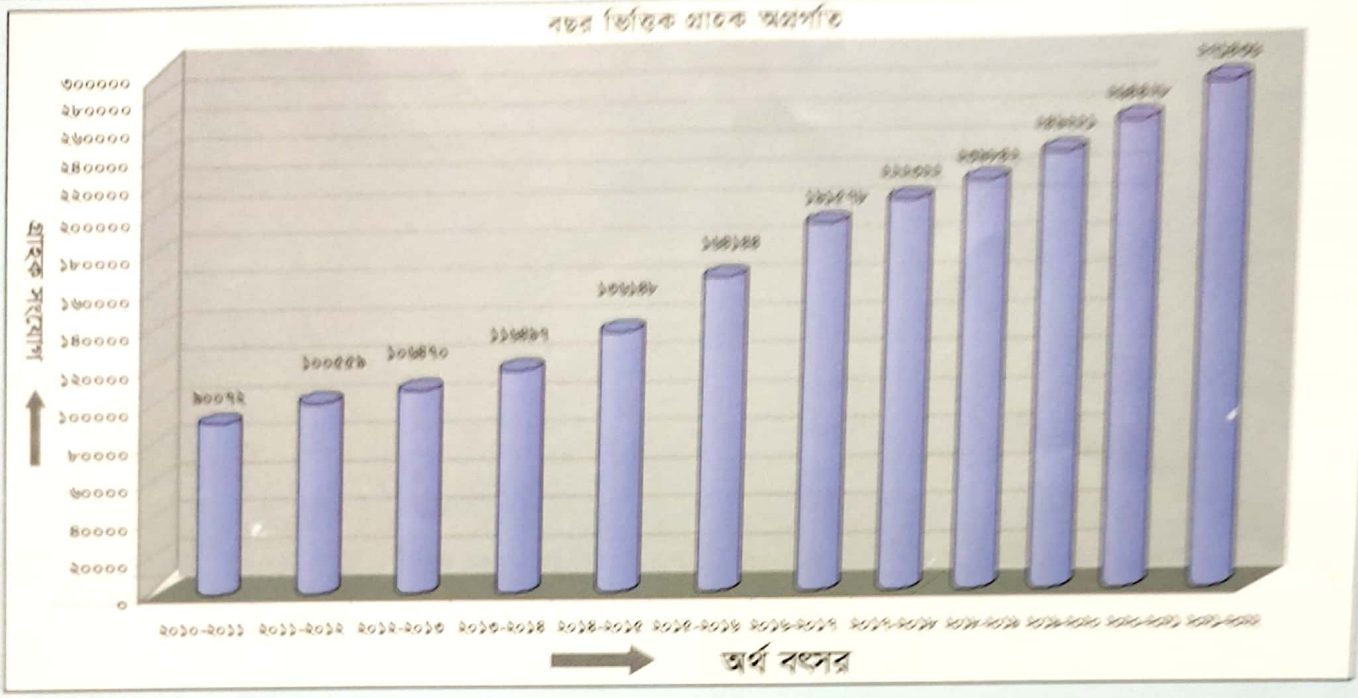

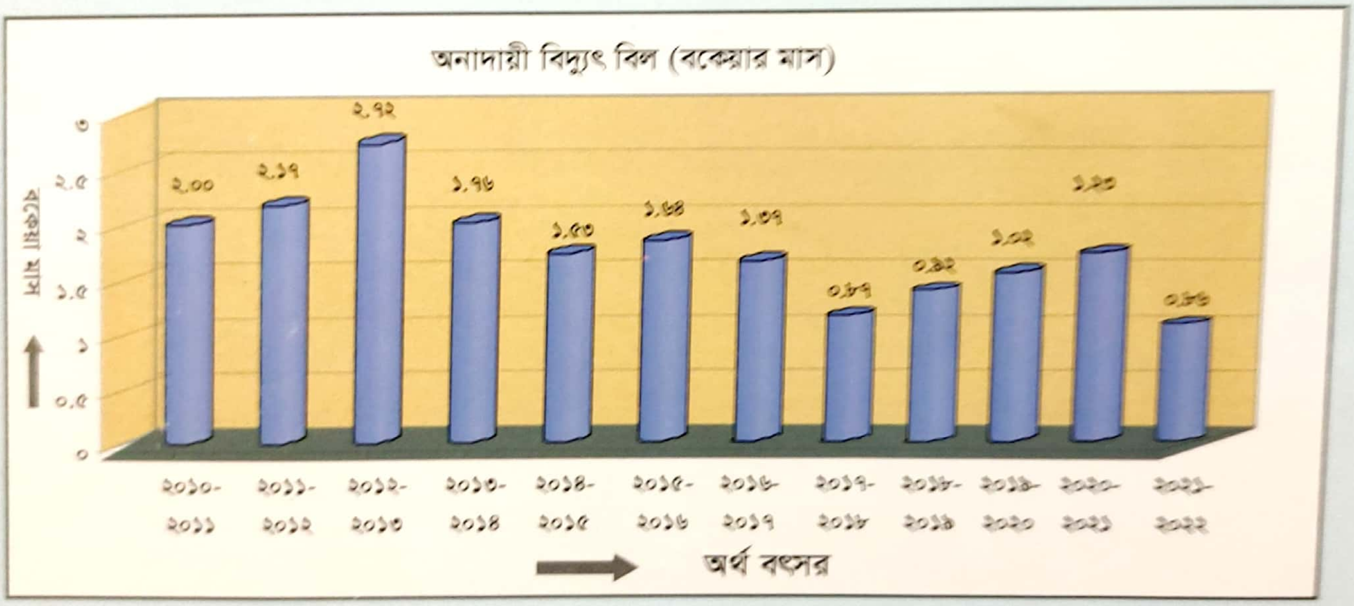

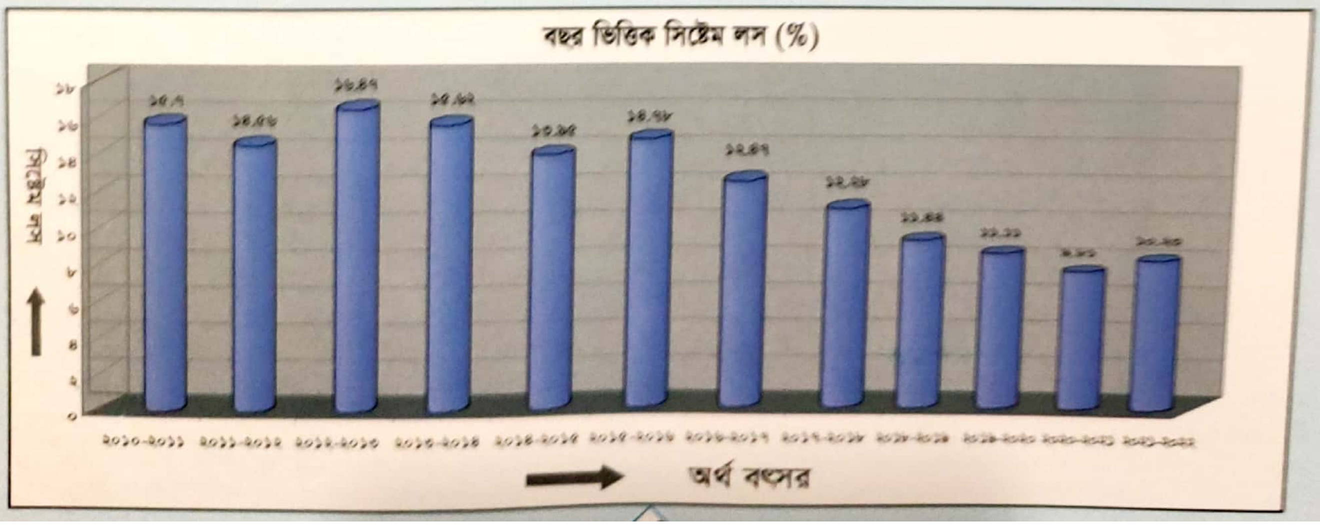

আলোকচিত্রে সমিতির কর্মকান্ড

জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজারের শুভেচ্ছা বিনিময়ের স্থির চিত্র।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ/লোডশেডিং সংক্রান্ত বিষয়ে অংশীজনের কর্মকর্তাদের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন বোর্ডের এর চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব মোহাঃ সেলিম উদ্দিন।

জয়পুরহাট অফিস ক্যাম্পাসে অগ্নি নির্বাপক মহড়া প্রদর্শনের একটি স্থির চিত্র।

বার্ষিক সাবস্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ এর স্থির চিত্র।

কৃষি উৎপাদনে বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্থির চিত্র।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় অত্র পবিসের অংশগ্রহণের স্থির চিত্র।

কালাই জোনাল অফিস কর্তৃক আয়োজিত গ্রাহক সচেতনতা মূলক সভার স্থির চিত্র।

জয়পুরহাট জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ এর র‍্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্থিত পবিসের সি: জেনারেল ম্যানেজার ও কর্মকর্তা বৃন্দ।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কতিপয় সতর্ক বাণী

বর্তমান যুগে মানুষের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাত্রার জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু অজ্ঞাত ও অসাবধানতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুসহ মারাত্বক দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। তাই নিম্ন বর্ণিত সতর্কবাণী মেনে চলার জন্য সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণকে অনুরোধ করা হলো।

* বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনো হাত দিবেন না, এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।
* কৌতুহল বশতঃ কোন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপরে কোন রশি অথবা তৎজাতীয় কোন কিছু ছুড়ে মারবেন না।
* বাড়ীতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন ব্যতীত কখনো মেইন সুইচ অথবা মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী তারে হাত দিবেন না।
* ছোট ছেলে মেয়েদের সুইচ, হোল্ডার, সকেট অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে নিরুৎসাহিত করবেন।
* ভিজা হাতে কখনও সুইচে হাত দিবেন না বা সকেট পয়েন্টের ভিতর কোন তার বা আলপিন ঢুকাবেন না।
* সকেট হতে প্লাগ বিচ্ছিন্ন করার সময় কর্ড ধরে টানবেন না, প্লাগ এর দু'পাশে চেপে ধরে আস্তে আলাদা করুন।
* সুইচ অন করা অবস্থায় কখনো হোল্ডারে বাল্ব লাগানো অথবা হোল্ডার হতে বাল্ব খোলার চেষ্টা করবেন না।
* বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনাজনিত অগ্নিকান্ডে কখনো পানি দিবেন না। মেইন সুইচ অফ করে অগ্নি সংযোজিত স্থানে বালি ছড়িয়ে দিন।
* মেইন সুইচের ফিউজ জ্বলে গেলে জ্বলবার কারণ চিহ্নিত করে দুর করার ব্যবস্থা করুন। মেইন সুইচ বন্ধ করে জ্বলে যাওয়া ফিউজ তার বদলিয়ে নিন। আপনার দ্বারা সম্ভব না হলে সমিতির ইলেকট্রিশিয়ানের মাধ্যমে ক্রটি ঠিক করে নিন।
* বিদ্যুৎ প্রবাহিত তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখলে উক্ত তার স্পর্শ করবেন না এবং অন্যকে স্পর্শ করতে দিবেন না। বিচ্ছিন্ন লাইন দেখার সংগে সংগে সমিতিতে খবর দিন এবং যতণ সমিতির লোক না পৌঁছে ততণ পাহারার বন্দোবস্ত করুন।
* বিদ্যুৎ লাইনের নিকট কখনো ঘুড়ি উড়াবেন না বা সুতা, পাটকাঠি ইত্যাদি ছুড়ে মারবেন না। এতে আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।
* বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তার সংলগ্ন মাটি কখনো সরাবেন না।
* বিদ্যুৎ লাইনের নীচে কখনো গাছ লাগাবেন না।
* বৈদ্যুতিক খুঁটি অথবা টানা তারে গরু ছাগল বাঁধবেন না।
* অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ অথবা পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করবেন না বা কাউকে ঐ ধরনের কাজ করতে দিবেন না।
* সমিতি কর্তৃপকে অবহিত না করে আপনার সংযোগে অতিরিক্ত লোড সংযোগ করবেন না এতে অতিরিক্ত লোডের কারণে ট্রান্সফরমার পুড়ে যেতে পারে।
* বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে সজাগ থাকুন এবং বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করুন।
* কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে শুকনো কাঠ অথবা বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।

বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার আমাদের করণীয়

১। দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
২। রাত ৮:০০ টার পূর্বেই প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা সম্পন্ন করুন।
৩। আপনি যদি কোন দোকান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন তাহলে রাত ৮:০০ টার মধ্যে শপিংমল/ দোকান/মার্কেটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করুন।
৪। বিদ্যুৎ অপচয় রোধে বাতি/ফ্যান/এসি/বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি/মাইক্রোওয়েব ওভেন/ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার সচেতন হন।
৫। রাত ১১:০০ টা হতে ভোর ৮:০০ টার মধ্যে সেচ পাম্প চালান ও এসির তাপমাত্রা ২৫ সেন্টিগ্রেড এর উপরে রাখুন।
৬। সকল প্রকার আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
৭। সকল প্রকার সাধারণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদী (সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে সি এফ এল বাল্ব) ব্যবহার করুন

বিদ্যুৎ লাইনের নীচে বাড়ী করতে আছে মানা, লাগালে গাছ বিপদ আছে, তি হবে ষোলআনা।

সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি

মোঃ বেলাল হোসেন
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-১

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং- ০৪ ।

মোঃ মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী
সচিব ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং- ০২ ।

মোঃ আঃ হাই
কোষাধ্যক্ষ ও সংরক্ষিত আসন-০৩

মোঃ ইউছুব আলী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৩

মোঃ আব্দুল বাছেদ
সংরক্ষিত আসন-০১

মোঃ ছানোয়ার হোসেন
সংরক্ষিত আসন-০২

মোছাঃ আতিয়াবানু
মহিলা পরিচালক আসন নং-০১

মোছাঃ রোকসানা চৌধুরী
মহিলা পরিচালক আসন নং-০২

মোছাঃ ফজিলাতুন নেছা
মহিলা পরিচালক আসন নং-০৩

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মোঃ এনামুল হক প্রামানিক
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ হামিদুল হক
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
কালাই জোনাল অফিস

মোঃ আবদুল বারী
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
পাঁচবিবি জোনাল অফিস

সীমা রাণী কুন্ড
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরি)
সদর অফিস

মোঃ আব্দুর রহমান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
আক্কেলপুর জোনাল অফিস

মোঃ কায়সার রেজা
এজিএম (প্রশাসন)

মোঃ মোস্তা গাওছুল হক
এজিএম (সদস্য সেবা)

মোঃ আব্দুল খালেক
এজিএম (ওএন্ডএম),সদর

একেএম ওয়াহিদ জুবেরী
এজিএম(আইটি),সদর

মোঃ আল ইমরান
এজিএম (মানব সম্পদ)

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
এজিএম(ইএন্ডসি)

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
এজিএম(ওএন্ডএম), কালাই

মোঃ নাজিম উদ্দিন
এজিএম(ওএন্ডএম) ক্ষেতলাল

মোঃ আল আমিন
এজিএম(ওএন্ডএম),আক্কেলপুর

মোঃ আতিকুর রহমান
এজিএম(ওএন্ডএম),পাঁচবিবি

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর ঃ

সৈয়দ নাফিউল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, জয়পুরহাট

মোঃ মাসুদ রানা
সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, জয়পুরহাট

মেডিকেল রিটেইনার
ডাঃ মোঃ রুহুল আমিন
রিটেইনার ডাক্তার, সদর দপ্তর

আইন উপদেষ্টা
এ্যাডভোকেট মোঃ রেজাউল করিম
আইন উপদেষ্টা

"আমরা কর্মী আমরা দক্ষ, গ্রাহক সেবাই আমাদের লক্ষ্য"

ডিজিটাল সেবা সমূহ

জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত এই মেলায় জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক অংশগ্রহন করেছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক আমাদের ১,২ নম্বর স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ একটি অতীব জরুরী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান।এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো জয়পুরহাট জেলা প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুতের আওতাধিন সকল এরিয়ার সর্বসাধারণ মানুষকে ঝামেলামুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া। এই প্রধান কাজটিকে সামনে রেখে আরো অনেক ধরণের সেবা আমরা প্রদান করে থাকি। জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ তার বিভিন্ন কাজে ও গ্রাহককে সুষ্ঠ সেবা প্রদান করতে বিভিন্ন ধরণের ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে জনগনকে ডিজিটাল সেবা প্রদান করে থাকে।

নিচে আমাদের ডিজিটাল সেবা গুলোর তালিকা প্রদান করা হলোঃ

১। অনলাইন আবেদনের প্রেক্ষিতে আবাসিক সংযোগ প্রদান

অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়াকরণঃ সনাতন বিদ্যুৎ সংযোগ পদ্ধতিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে হ্রাস করে গ্রাহক হয়রানি বন্ধকরণ, মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব দূরীকরণ এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয় করে সন্তোষজনক গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আরইবি'র আইসিটি পরিদপ্তর "পল্লী বিদ্যুৎ অনলাইন সংযোগ সিস্টেম" এর প্রবর্তন করেছে। সারাদেশের ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে সিস্টেমটি চলমান আছে।

২। কম্পিউটারাইজ বিলিং সিস্টেম।

বর্তমানে অফিস ভিত্তিক সফটওয়ারের মাধ্যমে বিল প্রস্তুত, প্রদান ও হিসাবাদি সংরক্ষণ করা হয়। ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জন্য একটি ইউনিফাইড ইন্ট্রিগ্রেটেড সেন্ট্রালাইজড বিলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

৩। ই-নথি ৮০ ভাগ ব্যবহার।

বাপবিবোতে সকল দাপ্তরিক কাজ ই-নথি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে যার ফলে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে। জয়পুরহাট পবিসে ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪। HRMS(Human Resource Management Software)

উন্নত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বাপবিবোর্ড কর্তৃক Develop কৃত ইউনিফাইড HRMS সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে করে নিয়োগ, যোগদান, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে।

৫। জিআইএস

অটোমেটিক ফল্ট ডিটিকশন, এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ও ম্যাপিং করণের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক স্থাপনা ও বিতরণ লাইনের জিআইএস সার্ভে ও ম্যাপিং করা হচ্ছে।

৬। জিআরএস

বাপবিবো ও পবিসসমূহে অনলাইনের মাধ্যমে নাগরিক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয় (http://complain.mpemr.gov.bd/)। বর্তমানে বাপবিবো ও ৮০ টি পবিসে হটলাইন নাম্বার চালু রয়েছে। হটলাইন নাম্বারসমূহ বাপবিবো/পবিসসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আছে।

৭। TMLM

বাপবিবো আইসিটি পরিদপ্তর কর্তৃক বিতরণ ট্রান্সফরমারের লোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় Maintenance এবং Load Management সম্পন্ন করার জন্য ট্রান্সফর্মার মেইনটেনেন্স এন্ড লোড ম্যানেজম্যান্ট (TMLM) সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮। Store managemnt Software.

ষ্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার দ্বারা বাপবিবোর ৩ টি ওয়্যারহাউজ ও ৮০ টি সমিতির ওয়্যারহাউজের ম্যাটেরিয়াল / হার্ডওয়্যার আইটেমসমূহের Issue/ Return সহ যাবতীয় কাজ করা হয়। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

৯। জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি APP's

"পল্লীবিদ্যুৎ সেবা"গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে পল্লীবিদ্যুৎ এর বিদ্যুৎ বিল, বিদ্যুৎ ব্যবহার ও অভিযোগ এখন হাতের মুঠোয়। অনলাইনের (মোবাইল এ্যাপ) মাধ্যমে গ্রাহক পরিসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

১০। বাল্ক এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কে আপডেট প্রদান।

এসএমএস এর মাধ্যমে বিলের তথ্য প্রদানঃ ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিল বিলিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় এবং বিদ্যুৎ বিলের তথ্য সকল গ্রাহকদের এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়।

১১। ওয়েবসাইট/ফেসবুক এ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিয়ত আপডেট প্রদানঃ

সকল প্রকার তথ্য- যেমন বিদ্যুৎ বন্ধের নোটিশ, বিশেষ কোন দিবস পালন ও খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের ওয়েবসাইট/ফেসবুক এ আপডেট প্রদান করা হয়।

"গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা"

(সমিতির গ্রাহকদের জন্য কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়)

০১। বিদ্যুৎ সংযোগের পূর্বে প্রতিটি সংযোগ অবশ্যই পবিসের নির্ধারিত নিয়মে আবেদন করতে হবে।

০২। সমিতির প্রশিন প্রাপ্ত ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ান কর্তৃক এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অনুমোদিত মালামাল দ্বারা ওয়্যারিং সম্পন্ন না করলে ওয়্যারিং অনুমোদন করা হয় না।

০৩। ওয়্যারিং সম্পন্ন হওয়ার পর পরই ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ানের প্রত্যয়নপত্র সহ জব অর্ডার ও কন্ট্রাক্ট ফরম (আর ই বি ফরম নং-৩৮২ ও ৩৯০) সমিতির সদস্য সেবা বিভাগে জমা করার পর ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

০৪। সমিতি প্রনীত ওয়্যারিং এর মজুরী তালিকা অনুযায়ী ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্তৃক হিসাবকৃত অর্থ মজুরী বাবদ ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ানকে পরিশোধ করতে হবে।

০৫। ওয়্যারিং অনুমোদন হওয়ার পর নির্ধারিত হারে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানত (স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরনের পর ফেরতযোগ্য) জমা প্রদান সাপেক্ষে মিটার ইস্যু করা হয়।

০৬। বানিজ্যিক, শিল্প, সেচ,রাস্তার বাতি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারী গ্রাহককে অবশ্যই সমিতির সাথে নির্ধারিত ফরমে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

০৭। পুনঃসংযোগের জন্য সমিতির প্রশিন প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা ওয়্যারিং সম্পন্ন করতে হবে এবং তা ওয়্যারিং পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন সাপেক্ষে অনুমোদিত হতে হবে।

০৮। বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের অফেরৎযোগ্য সমীক্ষা ফি নিম্নরূপ হারে আবেদনের সাথে জমা প্রদান করতে হবেঃ

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহক শ্রেণী/ প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
০১	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
০৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ ও বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০০.০০
০৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ ও গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৪০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		২০০০.০০
		ইএইচটি		৪০০০.০০
০৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		২০০০.০০
		ইএইচটি		৪০০০.০০
০৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০৭	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার/মিটারিং ইউনিট স্থাপন/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	৩০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৭০০.০০
			গ) এলটিসিটি	২০০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৫০০০.০০
		ইএইচটি		১০০০০.০০
০৮	গ্রাহকের অনুরধে সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল(সার্ভিস ক্রিম্পিট/ক্ল্যাম্পসহ) মেরামত/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১২৫০.০০
		ইএইচটি		২৫০০.০০
০৯	গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহ চুক্তি সংশোধন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি ,এইচটি এবং ইএইচটি		১০০০.০০
১০	গ্রাহকের অনুরোধে প্রি-পেইড মিটার কার্ড রি ইস্যু ফি	এলটি , এমটি ,এইচটি এবং ইএইচটি		২০০.০০
১১	গ্রাহকের অনুরোধে ট্রান্সফরমারের তেল পরীক্ষা চার্জ	এমটি ,এইচটি এবং ইএইচটি		১০০০.০০
১২	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার, ড্রপআউট ফিউজ কাটআউটসহ ভাড়া	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		২.০০ কেভিএ /দিন
		৩০ দিন পরে		৪.০০ কেভিএ /দিন

"গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা"

নিরাপত্তা জামানত সংক্রান্ত ঃ

আবাসিক, বানিজ্যিক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরুপ হারে নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদান করতে হবে।

	গ্রাহক শ্রেণী	অনুমোদিত সীমা (কিঃওঃ)	জামানতের হার (টাকা/কিঃওঃ)
০১	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কিঃওঃ পর্যন্ত	৪০০.০০
০২	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কিঃওঃ এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
০৩	এলটি-সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১, এলটি-ডি ২, এলটি-ডি ৩, এলটি-ই এবং এলটি- টি	সকল	৮০০.০০
০৪	এমটি, এইচটি, এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

নোটঃ যে কোন ধরনের সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে লীজ গ্রহনকৃত জমিতে স্থাপিত স্থাপনায় সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহককে নিয়মানুযায়ী গ্যারান্টি ডিপোজিটের অতিরিক্ত হিসাবে প্রতি কিলোওয়াট বা অংশ বিশেষ লোড এর জন্য ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা করে অতিরিক্ত গ্যারান্টি ডিপোজিট প্রদান করতে হবে। তবে ব্যক্তিগত জমি লীজ গ্রহনের মাধ্যমে সংযোগের ক্ষেত্রে এর পরিমান হবে প্রতি কিলোওয়াট বা অংশ বিশেষ লোডের জন্য ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা। সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের উপরে আলোচ্য ডিপোজিট আদায়যোগ্য হবে।

নাম/মালিকানা পরিবর্তন ফি ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	অফেরতযোগ্য ফি (টাকা)
০১	সকল আবাসিক সংযোগ	১০০.০০
০২	সকল বাণিজ্যিক সংযোগ	২০০.০০
০৩	সকল এক ফেজ শিল্প এবং সেচ সংযোগ	৫০০.০০
০৪	সকল তিন ফেজ সংযোগ	১৫০০.০০

অবৈধ পার্শ্ব সংযোগের জরিমানা ঃ

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণী	প্রতিটি পার্শ্ব সংযোগের জরিমানা (টাকা)
০১	আবাসিক	২৫০.০০
০২	বাণিজ্যিক	৫০০.০০
০৩	সেচ	১৫০০.০০
০৪	শিল্প	৩০০০.০০

* কোথায় যোগাযোগ করবেন-
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অফিসের এক অবস্থান সেবায় কর্মরত কর্মী অথবা এজিএম(সদস্য সেবা/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অথবা জেনারেল ম্যানেজার এর সহিত।
বিঃদ্রঃ কোন ক্রমেই দালাল বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত নহে।

* কি কি কাগজ পত্র লাগবে-
সার্ভিস ড্রপের আওতায় সংযোগের ক্ষেত্রে অন-লাইনে আবেদন পত্র পূরণ পূর্বক নিম্নোক্ত কাগজ পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
ক) ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি। খ) বাণিজ্যিক সংযোগ হলে হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি।
গ) যে জমিতে বা বাড়ীতে মিটার স্থাপিত হবে তার পর্চা/দলিলের ফটোকপি। ঘ) জাতীয় পরিচয় পত্র ও ইউ.পি. চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।
বিঃদ্রঃ অন্যান্য সংযোগের ক্ষেত্রে সরাসরি এজিএম(সদস্য সেবা)/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এর সহিত যোগাযোগ করবেন।

"প্রয়োজন না হলে কম্পিউটার, টিভি, এসি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখুন "

"গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা"

শ্রেনী ভিত্তিক বিদ্যমান বিদ্যুতের মূল্যহার

ক. নিম্নচাপ (এলটি) ঃ ২৩০/৪০০ ভোল্ট

অনুমোদিত লোড ঃ সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কিঃওঃ এবং তিন ফেজ ০-৫০ কিঃওঃ

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃঘঃ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃ)	ভ্যাট	মিটার ভাড়া	এল,পি,সি
০১	এলটি-এ ঃ আবাসিক লাইফ লাইনঃ ০ হইতে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত প্রথম ধাপ ঃ ০ হইতে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬ হইতে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১ হইতে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১ হইতে ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১ হইতে ৬০০ ইউনিট পর্যন্ত ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	 ৩.৮৫ ৪.১৯ ৫.৭২ ৬.০০ ৬.৩৪ ৯.৯৪ ১১.৪৬	৩০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০২	এলটি- ইঃ বাণিজ্যিক ও অফিস	১০.৩০	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৩	এলটি-ডি ১ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.০২	৩৫ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৪	এলটি-বিঃ সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.১৬	৩০ টাকা	নাই	নাই	৫%
০৫	এলটি-সি ১ঃ ক্ষুদ্র শিল্প	৮.৫৩	৩০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৬	এলটি-সি ২ঃ নির্মাণ	১২.০০	১০০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৭	এলটি- ডি ২ঃ রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৭.৭০	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫%
০৮	এলটি-টিঃ অস্থায়ী	১৬.০০	১০০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৯	এলটি- ডি ৩ঃ ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৭.৬৪	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫%

খ. মধ্যমচাপ (এমটি) ঃ ১১ কেভি

অনুমোদিত লোড ঃ ৫০ কিঃওঃ থেকে সর্বাধিক ৫ মেঃওঃ

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃঘঃ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃ ২/মাস)	ভ্যাট	মিটার ভাড়া	এল,পি,সি
০১	এমটি-১ঃ আবাসিক	৮.৪০	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০২	এমটি-২ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস	৯.১২	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৩	এমটি-৫ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৮.৪৫	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৪	এমটি-৩ঃ শিল্প	৮.৫৫	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৫	এমটি-৪ঃ নির্মান	১১.৪৬	১০০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৬	এমটি-৬ঃ অস্থায়ীঃ	১৫.০০	১০০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%

গ. উচ্চচাপ (এইচটি) ঃ ৩৩ কেভি

অনুমোদিত লোড ঃ ৫ মেঃওঃ থেকে সর্বাধিক ৩০ মেঃওঃ (২০ মেঃওঃ এর উর্দ্ধে অবশ্যই ডাবল সার্কিট)

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃঘঃ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কিঃওঃ ²/মাস)	ভ্যাট	মিটার ভাড়া	এল,পি,সি
০১	এইচটি-১ঃ সাধারণঃ একক পয়েন্ট মিটার ভিত্তিক শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল।	৮.৪১	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০২	এইচটি-২ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস	৯.০২	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৩	এইচটি-৩ শিল্প	৮.৪৫	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%
০৪	এইচটি-৪ঃ নির্মান	১০.৬০	৬০ টাকা	৫.০০২৫%	১ফেজ ১০.০০ টাকা ৩ফেজ ১০০.০০ টাকা	৫%

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ ঃ-

নিম্নে বর্নিত অভিযোগ কেন্দ্র সমূহে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আভিযোগ জানানো হলে অভিযোগ নম্বর ও নিষ্পত্তির সম্ভাব্য সময় গ্রাহককে জানানো হয়। অভিযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভূত করার লক্ষ্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূরীভূত করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে গ্রাহককে অবহিত করা হয় ।

অভিযোগ কেন্দ্র সমূহের নাম ও জরুরী টেলিফোন নম্বর ঃ-

ক্রঃ নং	অভিযোগ কেন্দ্রের নাম	টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর	ক্রঃ নং	অভিযোগ কেন্দ্রের নাম	টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর
১।	সদর দপ্তর, জয়পুরহাট	০১৭৬৯-৪০১২৪৬			
২।	দূর্গাদহ, অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২২৯০			
৩।	জামতলী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১২৫১			
৪।	পাঁচবিবি জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১২৪৯			
৫।	সালাইপুর অভিযোগ কেন্দ্র।	০১৭৬৯-৪০১২৫০			
৬।	নন্দীগ্রাম অভযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭২৯২			
৭।	মোড়েরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৯৫০			
৮।	আক্কেলপুর জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১২৫২			
৯।	রায়কলী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১২৫৪			
১০।	জামালগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১২৫৩			
১১।	কালাই জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১২৪৭			
১২।	দূর্গাপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৩০-৭৮৩৩৪৫			
১৩।	ক্ষেতলাল জোনাল অফিস	০১৭৬৯-৪০১২৪৮			
১৪।	গণমঙ্গল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৭৬৫			

" বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করুন "

ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট ১৯১০ সংশোধিত-২০১৮

আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীদের বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধনের কারণে অত্র সমিতিকে প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নিম্নে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে বিদ্যুৎ আইন ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ ঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২ (১) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করলে	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২ (২) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করলে।	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৩ (১) কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ। তজ্জন্যে তিনি	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৩ (২) কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	যদি কোন বাসগৃহে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ, ভোগ বা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমানিত হয়, তাহা হইলে ভিন্নরূপ কিছু প্রমানিত না হইলে, উক্ত চত্তরে দখলদার	উপ-ধারা ৩৩ (১) এর অধীনে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ তজ্জন্য তিনি	অনূন্য ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি	অনূন্য ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি ধারা ৩৫-এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে উহা একটি অপরাধ এবং তজ্জন্যে তিনি	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৮ মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড।	কোন ব্যক্তি (ক) লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিদ্যুৎ সরবারহ লাইনের সহিত মিটার সংযোগ স্থাপন করিলে বা বিচ্ছিন্ন করিলে অথবা অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে; (খ) লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতিত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে; (গ) মিটারের ক্ষতিসাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলক মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা রেজিষ্টারে বাঁধার সৃষ্টি করিলে; অথবা (ঘ) লাইসেন্সি কর্তৃক উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতর হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্যে তিনি	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড।	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিসাধন করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্যে তিনি	অনূন্য ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড।	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে, অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে।	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৪০	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন।	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

"বিদ্যুৎ চুরি করে যারা-আমার আপনার শত্রু তারা"

জয়পুরহাট পবিসের পাঁচবিবি জোনাল অফিস কমপ্লেক্স এর শুভ উদ্বোধন করছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সাংসদ আলহাজ্ব এ্যাড. সামছুল আলম দুদু।

জেলা প্রশাসন জয়পুরহাট কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা-২০২২ এ জয়পুরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ডিজিটাল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিসি মহাদয়ের নিকট হতে সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করছেন পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মোঃ এনামুল হক প্রামানিক ও এজিএম (আইটি)।